

স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যক্রম এবং বেসরকারী প্রশ্ন প্রণেতা সংস্থা

আমরা জানি, পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া থাকে স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড। সেই ধারা মোতাবেক দেশের বিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হয় ও পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের গ্রাম এলাকার বিদ্যালয়গুলি আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে নিজেরা প্রশ্ন প্রণয়ন ও সেই-অনুসারে পরীক্ষা গ্রহণ করিতে পারে না। আর এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর অসাধু প্রশ্ন বিক্রেতা সংস্থা। তাহারা বোর্ডের সিলেবাস না মানিয়া বিভিন্ন প্রশ্ন তৈয়ারি করে। শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি, ১৯৯৬ সালে বোর্ড ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে নতুন সিলেবাস প্রণয়ন করা শুরু করে। চলতি বৎসরে নবম শ্রেণীর জন্য ইংরেজীর নতুন-বই প্রকাশিত হইয়াছে, যাহার শেষের দিকে নমুনা প্রশ্ন রাখিয়াছে। ইহা অত্যন্ত যুগোপযোগী। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, গ্রাম অঞ্চলের অনেক বিদ্যালয় বিভিন্ন বেসরকারী প্রশ্ন প্রণেতা প্রতিষ্ঠানের ঘল্পে পড়িয়া মারাত্মক ভাবে আমাদের পাঠ্যক্রম অনুসারে ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে নবম শ্রেণীর ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের পাঠদান করিতেছে। ইহার ফলে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে প্রকৃত শিক্ষাক্রম হইতে বঞ্চিত। বিষয়টি খতাইয়া দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ আলাউদ্দিন শিকদার,

গ্রাম ও ডাক : চন্দ্রপাড়া,

থানা : সদরপুর,

জেলা : ফরিদপুর।